আরজ আলী সমীপে

আরিফ আজাদ

সমকালীন প্রকাশন

প্রকাশকের কথা

বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে যে কয়েকটা জিনিস মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, সেগুলোর মধ্যে একটি হলো নাস্তিকতা। ধর্মবিদ্বেষ, ধর্মের অপব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন কার্যকলাপ দিন দিন যেন বেড়েই চলেছে। ব্লগ, ফেইসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোতে এসব নিয়ে হরহামেশাই এখন লেখালেখি, তর্কাতর্কি হচ্ছে।

শত শত মুসলিম তরুণ এই অপব্যাখ্যা এবং বিদ্বেষের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছে। তাদের মনে নানারকম প্রশ্ন, সন্দেহ ঢুকিয়ে দিচ্ছে বিরুদ্ধবাদীরা।

বাংলাদেশের নাস্তিকতা-জগতে একটি পরম শ্রদ্ধেয়, উচ্চারিত এবং বহুলপ্রচারিত নাম আরজ আলী মাতুব্বর। জন্মেছেন বরিশালে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও নিজে নিজে স্বশিক্ষিত হয়েছেন বলে জানা যায়।

ধর্মের প্রতি একধরনের বিতৃষ্ণা থেকে উনি কলম ধরেছিলেন বলে লোকমুখে শোনা যায়। এই বিতৃষ্ণা থেকে উনি ধর্ম নিয়ে বেশ কিছু আপত্তি, প্রশ্ন এবং সন্দেহ উত্থাপন করেছিলেন। এই প্রশ্নগুলো নাস্তিকসমাজে বহুলব্যবহৃতও হয়। বাংলা নাস্তিকসমাজের পুরোধা এই লোকের লিখিত বইয়ের জবাব হিসেবে কোনো বই বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে লিখিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। উনার বইপত্র পড়ে যেসব শিক্ষিত যুবক শ্রেণি সন্দেহের বেড়াজালে আটকা পড়ছে, তাদের জন্য আরজ আলী মাতুব্বরের বইয়ের বিপরীতে উনার যুক্তি, প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা ছিল ময়ের একটি অন্যতম দাবি।

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সময়ের অন্যতম তরুণ লেখক আরিফ আজাদ সেই কাজটিই হাতে তুলে নিয়েছেন। অবিশ্বাসীদের মৌচাকে তিনি প্রথম ঢিল ছুড়েছিলেন গত বছরের বইমেলায় প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ লিখে। বিশ্বাসীমহলে বর্তমানে ব্যাপক জনপ্রিয় এই লেখক এবার আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন আরজ আলী সমীপে। বইটিতে তিনি আরজ আলী মাতুব্বর সাহেবের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর জবাব তো দিয়েছেনই, সাথে ছুড়ে দিয়েছেন পাল্টা প্রশ্নও।

এতদিন আরজ আলী মাতুব্বরের বইপত্র পড়ে যারা বিভ্রান্ত হতো, যারা মনে করত আরজ আলী মাতুব্বরের অবস্থান সঠিক এবং প্রশ্নাতীত, লেখক আরিফ আজাদের নতুন বই আরজ আলী সমীপে তাদের নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস, ইনশাআল্লাহ।

আমরা চেষ্টা করেছি বইটিকে নাস্তিকতার বিপক্ষে, আস্তিকতার পক্ষে একটি দলিল, একটি রেফারেন্স বই হিসেবে উপস্থাপন করতে। শার'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যেন কোনো সমস্যা না থাকে, সে জন্যে আমরা বইটি প্রখ্যাত আলেম দ্বারা শার'ঈ সম্পাদনাও করে নিয়েছি। এরপরও এতে কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। যেকোনো ধরনের ভুলত্রুটি যদি বোদ্ধা পাঠকমহলের দৃষ্টিগোচর হয়, আমাদের জানানোর বিশেষ অনুরোধ করছি। আমরা সেটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করব এবং সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

আমরা লেখক আরিফ আজাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি। দ্বীনের জন্য তার মেহনতের বদলা হিসেবে তিনি যেন জান্নাতে উচ্চতর আসন লাভ করতে পারেন, আল্লাহুম্মা আমীন।

সূচিপত্র

ভূমিকার বিশ্লেষণ	১৫
আত্মাবিষয়ক	৩৩
ঈশ্বর সংক্রান্ত	৪২
পরকাল বিষয়ক	৭৪
ধর্ম সংক্রান্ত	৮৫
প্রকৃতি বিষয়ক	১০৩
বিবিধ	১১৭
শেষ কথা	১৪৭
লেখক পরিচিতি	১৪৯

ভূমিকার বিশ্লেষণ

আরজ আলী মাতুব্বর উনার লেখা সত্যের সন্ধান বইয়ের শুরুর দিকে বলেছেন,

> **"জগতে এমন অনেক বিষয় আছে, যেসব বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না।"**

প্রথমত, জগতের কোন কোন বিষয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম এক কথা বলে না তা আরজ আলী সাহেব উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, জগতের কিছু কিছু বিষয়ে যে দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্ম এক কথা বলে না তা আসলে সত্য। সত্য এ কারণে যে, জগতের সকল বিষয়ে সমানভাবে দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্মকে কথা বলতে হয় না। আরজ আলী সাহেব যে ভুলটা শুরুতেই করে বসেছেন তা হলো, তিনি দর্শন, বিজ্ঞান আর ধর্মকে এক করে ফেলেছেন। অথচ, এ কথা স্বীকার্য যে, এই তিনটি বিষয়ের আলোচ্য বস্তু ভিন্ন ভিন্ন।

পদার্থ কী কী দিয়ে গঠিত তা বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ধর্মে পদার্থের গঠনের সরাসরি কোনো পাঠ নেই। আবার, ব্যভিচার করলে কেন শাস্তি পাওয়া উচিত সে পাঠ ধর্মের, কোনো কোনো দর্শনে কিছু বলা থাকলেও, বিজ্ঞানে তার উত্তর নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে ধর্ম, দর্শন আর বিজ্ঞানের বিষয়াদি এক নয়। এমতাবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন আলোচনার জিনিসকে একই বাটখারায় রেখে পরিমাপ করাটা নিতান্তই বোকামি।

একই পৃষ্ঠায় আরজ আলী সাহেব লিখেছেন :

> **"সাধারণত আমরা যাহাকে ধর্ম বলি তাহা হইলো মানুষের কল্পিত ধর্ম। যুগে যুগে মহাজ্ঞানীগণ এই বিশ্বসংসারের স্রষ্টা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কী তাহা নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'স্রষ্টার প্রতি মানুষের কী কোন কর্তব্য নাই? নিশ্চয়ই আছে'—এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা ঈশ্বরের প্রতি মানুষের কর্তব্য কী তাহা নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু, মানুষের সমাজ ও কর্মজীবনের গতিপথও দেখাইয়া দিলেন সেই মহাজ্ঞানীগণ। এইরূপে হইলো কল্পিত ধর্মের আবির্ভাব।"**

আরজ আলী সাহেব উনার পুরো বইটি জুড়ে দর্শন, বিজ্ঞান আর যুক্তিবোধের জয়গান গাইলেও, বইয়ের শুরুতে কোনোরকম তথ্য, উপাত্ত, পরীক্ষালব্ধ প্রমাণাদি ছাড়াই দাবি করে বসলেন যে, ধর্মগুলো কথিত ধর্মগুরুদের বানানো। মূল আলোচনায় যাওয়ার পূর্বেই যিনি নিজ বিশ্বাসের ওপর রায় দিয়ে ফলাফল জানিয়ে বসেন, তিনি আমাদের ঠিক কতটুকু "সত্যের সন্ধান" দিতে পারেন? ব্যাপারটা অনেকটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের মতো, যে প্রশাসন, মিডিয়া সবকিছু নিজের আয়ত্তে রেখে জনগণের উদ্দেশে ঘোষণা দেয়—"আসো, আজ আমি তোমাদের শেখাব সুষ্ঠু নির্বাচন কাকে বলে।" আরজ আলী সাহেবের অবস্থাও ঠিক দুর্নীতিগ্রস্ত সেই সরকারের মতো নয় কি?

মাতুব্বর সাহেব বলেছেন,

> **"হিন্দুদের নিকট গোময় (গোবর) পবিত্র, অথচ অহিন্দু মানুষ মাত্রেই অপবিত্র। পক্ষান্তরে মুসলমানদের নিকট কবুতরের বিষ্ঠাও পাক, অথচ অমুসলমান মাত্রেই নাপাক। পুকুরে সাপ, ব্যাঙ মরিয়া পচিলেও উহার জল নষ্ট হয় না, কিন্তু বিধর্মী মানুষ ছুঁইলেই উহা হয় অপবিত্র। কেহ কেহ একথা বলেন যে, অমুসলমানী পর্ব উপলক্ষ্যে কলা, কচু, পাঠা বিক্রিও মহাপাপ। এমনকি মুসলমানের দোকান থাকিতে হিন্দুর দোকানে কোনকিছু ক্রয় করাও পাপ। এই কী মানুষের ধর্ম? নাকি ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা?"**

আরজ আলী সাহেব শুরুতেই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ টেনেছেন, তা কতটুকু সত্য আমি জানি না। তবে হিন্দুধর্মের বর্ণপ্রথা সম্পর্কে কিছু ধারণা আছে

বৈকি! সে মতে উচ্চবর্ণের কোনো হিন্দু নিম্নবর্ণের কোনো হিন্দুর পাশ কাটিয়ে যাওয়াটাকেও পাপ মনে করে। এমনকি একটা সময়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ পড়া দূরে থাক, ছোঁয়াটাও নিষিদ্ধ ছিল পুরোহিত কর্তৃক। পুরোহিত-তন্ত্রের এই বিধান এখনো হিন্দুধর্মে বলবৎ আছে কি না জানি না, তবে ভারতের অনেক জায়গায় এই রীতির এখনো চর্চা হতে পারে।

আরজ আলী সাহেব যে ভুলটা করেছেন তা হলো, তিনি হিন্দুধর্মের এই কালচারের সাথে ইসলামও গুলিয়ে ফেলেছেন। উনি বলেছেন, মুসলমানদের কাছে অমুসলমানমাত্রই নাপাক। কিন্তু ইসলামের দিকে তাকালে আমরা ঠিক এর বিপরীত চিত্রটাই দেখতে পাই।

আমরা সকলেই জানি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছোটবেলাতেই বাবা-মা দুজনকে হারিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি তাঁর আপন চাচা আবু তালিবের গৃহে বড় হন। চাচা আবু তালিব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের আপন ছেলের মতোই দেখাশুনা করেন। বড় করেন।

উল্লেখযোগ্য বিষয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আবু তালিব কিন্তু মুশরিক ছিলেন। এমনকি মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্তও তিনি ঈমান আনেননি। আরজ আলী সাহেবের মতে, ইসলামে অমুসলিমমাত্রই যদি অপবিত্র হবে, তাহলে ইসলামের সর্বশেষ নবীকে আল্লাহ তা'আলা চাচা আবু তালিবের বাসায় রেখে কেন বড় করে তুলবেন? একজন অপবিত্র লোকের সোহবতে? আশ্চর্য না ব্যাপারটা?

এমনও প্রমাণ পাওয়া যায়, চাচা আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় উনার পাশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত ছিলেন এবং উনাকে কালেমা পাঠ করার জন্য অনুরোধ করেন। এখন, ইসলামে অমুসলিম ব্যক্তিমাত্রই যদি অপবিত্র হয়, নাপাক হয়, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে উনার চাচা, যিনি একজন মুশরিক ছিলেন, তার নিকট অবস্থান করেন?

মূলত আরজ আলী সাহেব এই জায়গায় এসে যে ভুলটা করেছেন সেটা হলো, ইসলামের পাক-নাপাকের যে কনসেপ্ট, সেই কনসেপ্টে ভদ্রলোক গুলিয়ে ফেলেছেন।

"তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।[১]"

ইসলামে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে সাহায্য চাওয়াও শির্কের পর্যায়ভুক্ত। যেমন : সূরা ফাতিহায় বলা হচ্ছে,

"আমরা তোমারই ইবাদাত করি আর কেবল তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি।[২]"

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলামে একমাত্র উপাস্য কেবল আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা। তাঁর বাইরে অন্য কারও পূজা, ইবাদাত করা ইসলামে হারাম ও শির্ক। কিন্তু মুশরিকদের ধর্মীয় নিয়ম তার উল্টো। মুশরিকরা একই সাথে অনেক দেব-দেবীর পূজা করে। তাওহীদের যে কনসেপ্ট, তার একেবারে বিপরীত তাদের অবস্থান।

ইসলামের দৃষ্টিতে যারা তাওহীদবাদী, যারা কেবল আল্লাহকেই একমাত্র উপাস্য হিসেবে মানে, যারা কেবল আল্লাহরই ইবাদাত করে, তারা মনের দিক থেকে পবিত্র। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য অনেকগুলো দেব-দেবীর পূজা করে, উপাস্য জ্ঞান করে, তারা মনের দিক থেকে অপবিত্র। এমতাবস্থায় হারাম শরীফের মতো মুসলিমদের পবিত্র জায়গায় একই সাথে তাওহীদবাদী এবং মুশরিকদের অবস্থান থাকতে পারে না। তাই কুরআন মুশরিকদের আত্মিক দিক থেকে অপবিত্র ঘোষণা করে বায়তুল হারামে তাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু এটাকে আরজ আলী সাহেব শারীরিক অপবিত্রতার সাথে গুলিয়ে বলেছেন, "অমুসলমান ছুঁইলেই ইহা অপবিত্র হয়।"

মুশরিকদের যদি শারীরিকভাবে অপবিত্র ঘোষণা করা হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই চাচা আবু তালিবের সাথে এ রকম মেলামেশা করতেন না। তিনি অবশ্যই অমুসলিমদের সাথে চুক্তি করতেন না। এ ছাড়াও, ইসলামের ইতিহাস ঘাঁটলে এ রকম অনেক প্রমাণ পাওয়া যাবে, যেখানে মুসলিমরা অমুসলিমদের সাথে বসবাস করত, ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এমনকি ইসলামের

১ সূরা ইখলাস (১১২) : ০৪
২ সূরা ফাতিহা (০১) : ০৪